ঢাকা মহানগরীর লালবাগ থানা হাজতে তিন শিশুসহ আরো দুই জনকে আটকে রেখে নির্যাতনের অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ লালবাগ থানার পুলিশ কামরাঙ্গীরচর এর পশ্চিম রসুলপুর রোডে খলিফা ঘাটের বাসিন্দা বাবুল হাওলাদারের মেয়ে আঁখি আক্তার (৭), ছেলে বারেক হাওলাদার (৮) এবং মোকসেদ সিকদার ও মোকসেদের স্ত্রী সাজেদা বেগম (৩০) এবং তাঁদের ছেলে মিরাজুল সিকদার (৬) কে লালবাগ থানা পুলিশ সদস্যরা আটক করে নির্যাতন চালায় এবং ৭ সেপ্টেম্বর ২০১১ তাদের চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানায়।

পরিবারের অভিযোগ পুলিশ সদস্যরা চুরির মামলায় স্বীকারোক্তি আদায়ের নামে ৩ শিশুকে ৪ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর ২০১১ তে মোট ৬ দিন এবং সাজেদাকে ২দিন থানা হাজতে আটকে রেখে নির্যাতন করে।

মানবাধিকার সংগঠন অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- ভিকটিমের আত্মীয় স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী
- বাদীর আত্মীয় (বাদী সাক্ষাৎকারে অনাগ্রহ প্রকাশ করায়) এবং
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে।

ছবিঃ আঁখি, বারেক এবং মিরাজুল এছাড়া মোকসেদের হাতে ও পায়ে নির্যাতনের চিহ্ন।

সাজেদা বেগম (৩০), মিরাজুলের মা এবং আঁখি ও বারেকের ফুফু, যিনি একজন নির্যাতিত নারী

সাজেদা বেগম অধিকারকে জানান, তাঁর গ্রামের বাড়ী শরিয়তপুর জেলার গোসাইরহাট থানার বড় কাছনা গ্রামে। সংসারে অভাব অনটনের কারণে তাঁরা গ্রাম থেকে ঢাকায় চলে আসেন এবং স্বামী মোকসেদ হাওলাদার এবং সন্তানদের নিয়ে ঢাকা মহানগরীর কামরাঙ্গীর চর পশ্চিম রসুলপুর রোডের খলিফা ঘাটের মোড়ে একটি বাড়ীতে ভাড়া থাকেন। তিনি জানান, তাঁর ভাই বাবুল

হাওলাদার মাদারীপুরে থাকেন ও তাঁর চার ছেলে মেয়ে। ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে চার ছেলে মেয়ে রেখে বাবুলের স্ত্রী মারা গেলে তিনি ঐ সান্তন গুলোকে ঢাকায় এনে নিজেই লালন পালন করতে থাকেন।

সাজেদা বলেন, বারেক হাওলাদার (৮), আঁখি আক্তার(৭), মুন্নী আক্তার (৬) এবং হ্যাপী আক্তারকে (৩) তিনি মাদারীপুর থেকে তাঁর বাসায় নিয়ে আসেন। তিনি বলেন, তাঁর নিজের আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় এত গুলো মানুষের খাওয়া পড়ার খরচ বহন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। এ অবস্থায় দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র বারেককে লেখাপড়া বন্ধ করে এমব্রয়ডারির কাজ শিখতে দেন এবং ৮ আগস্ট ২০১১ এ আঁখি আক্তারকে ১৬ নম্বর নবাবগঞ্জ রোডের বাসিন্দা মাহবুবুর রহমানের বাড়ীতে গৃহপরিচারিকার কাজ দেন। বাড়ীর মালিক আঁখির নাম পরিবর্তন করে পাখি রাখেন। তিনি বলেন, ৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ দুপুর ২.০০টার দিকে সাদা পোশাকধারী পাঁচজন লোক অস্ত্র হাতে আঁখি আক্তারকে নিয়ে তাঁর বাসায় আসে। তাঁদের মধ্যে একজন জানান, তিনি এসআই (পুলিশ পরিদর্শক) জাফর ইকবাল। তাঁরা লালবাগ থানার পুলিশ সদস্য। আঁখির ভাই বারেককে তাঁদের কাছে দিতে বলেন। উঠানের পাশেই বারেক খেলা করছিলো। কি কারণে তাঁরা আঁখিকে ধরে এনেছেন এবং বারেককে খুঁজছেন তা তিনি এসআই জাফর ইকবালের কাছে জানতে চান।

এসআই ইকবাল তাঁকে বলেন, আঁখির সহযোগিতায় সাজেদা ও তাঁর স্বামী মাহবুবুর রহমানের বাড়ী থেকে ৮০ ভরি স্বর্ণ এবং ৩০ হাজার টাকা চুরি করে এনেছে, যা তাঁকে বের করে দিতে হবে। এক পর্যায়ে তাঁকেসহ তাঁর স্বামী মোকসেদ সিকদার, আঁখি এবং বারেককে পুলিশ সদস্যরা গাড়ীতে তোলে। দুপুর ৩.০০টার দিকে তাঁদেরকে লালবাগ থানায় নিয়ে হাতকড়া পরিয়ে থানা হাজতে রাখেন। ঘন্টা খানিক পর এসআই জাফর ইকবাল তাঁদের পর্যায়ক্রমে হাজত থেকে বের করে এনে পেটান এবং স্বর্ণ আর টাকা বের করে দিতে বলেন। ৫ সেপ্টেম্বর ২০১১ সারাদিন তাঁকে থানা হাজতে রাখা হয়। ৬ সেপ্টেম্বর ২০১১ এসআই জাফর ইকবাল তাঁর স্বামী মোকসেদ এবং তাঁকে আদালতে পাঠান এবং রিমান্ডের আবেদন করেন। আদালত তাঁদের ১ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করলে সন্ধ্যা ৭.০০টার দিকে কোর্ট হাজত থেকে তাঁকে রাত ৮.০০টায় থানা হাজতে নেয়া হয়। রিমান্ডে এনে এসআই জাফর ইকবাল তাঁর কাছে মাহবুবুর রহমানের বাড়ী থেকে স্বর্ণ ও টাকা চুরি করে এনে কোথায় রেখেছেন তা জানতে চান।

এসআই জাফর ইকবাল ৭ সেপ্টেম্বর ২০১১ রাত ২.০০টার দিকে তাঁর ছেলে মিরাজুল সিকদারকে কামরাঙ্গীর চর এর বাসা থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যান। ৭ সেপ্টেম্বর ২০১১ রিমান্ড শেষে তাঁকে আদালতে হাজির করা হলে আদালত শুধুমাত্র তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন।

তিনি জামিনে ছাড়া পেয়ে ৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ আঁখি, বারেক এবং মিরাজুলকে দেখতে লালবাগ থানা হাজতে যান। তখন মামলার বাদীর স্ত্রীর সামনেই অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আজিজুল তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং মাটিতে বসতে বলেন। ওসি মোঃ আজিজুল হক বেতের

লাঠি দিয়ে তাঁকে পায়ের তালুতে পেটান এবং বুকে পা দিয়ে দেয়ালের সঙ্গে চেপে ধরেন। তিনি কান্নাকাটি করলে তাঁকে আরো বেশি করে পেটানো হয়।

এক পর্যায় এসআই জাফর ইকবাল এসে তাঁকে অন্য কক্ষে নিয়ে যান এবং লাঠি দিয়ে প্রচন্ড পেটান। এসআই জাফর ইকবাল তাঁকে বলেন, তাঁর জামিন হলেও স্বর্ণ ও টাকা উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে থানা হাজতে থাকতে হবে। এসআই জাফর ইকবাল তাঁকে বলেন যে, রাতে তিনি থানা হাজতে তাঁকে ধর্ষণ করবেন। কিছুক্ষণ পর এসআই জাফর অন্য কক্ষে গেলে দরজা খোলা পেয়ে তিনি থানা থেকে পালিয়ে যান।

১০ সেপ্টেম্বর ২০১১ আঁখি, বারেক এবং মিরাজুলকে থানা থেকে আদালতে পাঠানো হয়। আদালত মিরাজুল এবং বারেককে গাজীপুরের টঙ্গীতে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে এবং আঁখিকে মিরপুর কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে পাঠান।

১২ সেপ্টেম্বর ২০১১ বিচারক হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী ও বিচারক আনোয়ারুল হকের অবকাশকালীন হাইকোর্ট বেঞ্চ সুয়োমটো রুল জারি করেন।

১৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ তিন শিশুকে আদালতে হাজির করা হলে আদালত আঁখি, বারেক এবং মিরাজুলকে খালাস দেন। ৪ অক্টোম্বর ২০১১ তার স্বামী মোকসেদ সিকদার আদালত থেকে জামিনে ছাড়া পান।

আঁখি আক্তার (৭), নির্যাতিত শিশু

আঁখি আক্তার অধিকারকে জানান, এক দিন সন্ধ্যার দিকে বাড়ীর মালিক মাহবুবুর রহমান মেয়ে নিতু আক্তার (২৭), গৃহকর্মী এমারন খাতুন (৫০) এবং তাকে রেখে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর বাইরে চলে যান । পরে নিতুর স্বামী এবং আরেকজন লোক বাসায় আসে। আঁখি তখন থালা বাসন ধুতে অন্য কক্ষে চলে যায় এবং পরবর্তীতে মালিক বাসায় ফিরে এলে পরে ঘর থেকে স্বর্ণ ও টাকা চুরি হয়েছে বলে তাঁকে বাড়ীর মালিক জিজ্ঞাসাবাদ করে। আর বাড়ীর মালিক তাকে জানায়, পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে যতই জিজ্ঞাসা করুক না কেন সে যেন নিতুর স্বামীর এ বাসায় আসার ব্যাপারে কিছু না জানায়। আর বাড়ীর অন্য কারো নাম বললে, তাকে হত্যা করা হবে বলে ভয় দেখানো হয়। পুলিশ সদস্যরাও তাকে পিটিয়েছে আর কাউকে কিছু বলতে নিষেধ করেছে। কিছু বললে পুলিশও তাকে হত্যা করবে বলে ভয় দেখায়।

বারেক হাওলাদার (৮), নির্যাতিত শিশু

বারেক হাওলাদার অধিকারকে জানায়, সে দিন দুপুর বেলার দিকে সে বাসার উঠানে খেলছিলো। পাঁচজন লোক আঁখিকে সঙ্গে নিয়ে তাদের বাসায় এসে পুলিশ সদস্য পরিচয় দেয় এবং তার ফুফুর কাছে তার কথা জানতে চায়। বারেক সেখানেই আঁখিকে কেন ধরে আনা হয়েছে পুলিশ সদস্যদের কাছে তা জানতে চায়। তখন একজন পুলিশ সদস্য তাকে ধরে নিয়ে বাসার গেটের কাছে যায়।

তিনি বলেন, ওই পুলিশ সদস্য তাকে প্লাস দিয়ে বাম হাতের আঙ্গুলে চাপ দেয় এবং স্বর্ণ ও টাকা কে নিয়েছে তা জানতে চায়। সে কিছুই বলতে না পারায় তাকে হাতকড়া পড়ানো হয় এবং পেটানো হয়। পরে পুলিশ সদস্যরা তার ফুফু সাজেদা, ফুফা মোকসেদ ও বোন আঁখিকে তার সঙ্গে পুলিশের গাড়ীতে তোলে এবং লালবাগ থানায় নিয়ে যায়। এরপর প্রতিদিন কয়েকজন পুলিশ সদস্য তাকে থানা হাজত থেকে বের করে নিয়ে এসে টেবিলের নিচে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে পায়ের পাতা ও হাতের তালুতে পেটাতে থাকে। এভাবে তাকে আরো কয়েক দিন পর্যন্ত থানা হাজতে আটকে রাখা হয়। সে জানায় পরে আর এক দিন আঁখি, মিরাজুল এবং তাঁকে আদালতে নেয়া হলে আদালত মিরাজুল এবং তাকে গাজীপুরের টঙ্গীতে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে পাঠায়।

বারেক আরো বলে, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে যাওয়ার পরে সেখানকার দায়িত্বে থাকা লোকজন তাকে এবং মিরাজুলকে ভয়ভীতি দেখিয়ে জানতে চায়, সে স্বর্ণ ও টাকা নিয়েছে কিনা। বারেক বলে, সে কিছুই জানেন না। পরে তাদেরকে ঢাকায় এনে আদালতে হাজির করা হলে আদালত তাদের মুক্তি দেয়।

মিরাজুল সিকদার (৬), নির্যাতিত শিশু

মিরাজুল সিকদার অধিকারকে জানায়, এক দিন দুপুর এর দিকে তার মা, বাবা ও তার মামাতো ভাই-বোন বারেক ও আঁখিকে পুলিশ সদস্যরা ধরে নিয়ে যায়। তখন তার মা তাকে পাশের বাড়ীর ভাড়াটিয়ার কাছে থাকতে বলেন। পরে আর এক দিন গভীর রাত এর দিকে লালবাগ থানার পুলিশ সদস্যরা এসে বাসা থেকে তাকেও ধরে নিয়ে যান। থানায় নিয়ে পুলিশ সদস্যরা তাকে টেবিলের নিচে মাথা ঢুকিয়ে পেটায়। পুলিশ তার নখে প্লাস দিয়ে চাপ দেয়। কয়েক দিন পর্যন্ত তাকে থানা হাজতে আটকে রাখে। আর এক দিন আঁখি, মিরাজুল এবং তাকে আদালতে নেয়া হলে আদালত বারেক এবং তাকে গাজীপুরের টঙ্গীতে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে পাঠায়। কদিন আগে আবার আদালতে হাজির করা হলে আদালত তাদের খালাস দেয়।

মোকসেদ সিকদার (৩২), মিরাজুলের পিতা এবং নির্যাতিত ব্যক্তি

মোকসেদ সিকদার বলেন, ৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ দুপুর ২.০০টার দিকে সাদা পোশাকধারী পাঁচজন লোক অস্ত্র হাতে আঁখি আক্তারকে নিয়ে তাঁর বাসায় আসেন। নিজেদের পুলিশ সদস্য বলে পরিচয় দেবার পর সবার সাঙ্গে তাঁকেও থানা হাজতে নিয়ে যাওয়া হয়।

থানা হাজতে থাকাকালে এসআই জাফর ইকবাল তাঁকে কখনো রশি দিয়ে হাত বেঁধে, কখনো গামছা দিয়ে চোখ বেঁধে হাতে, পিঠে, কোমড়ে, পায়ে এবং পায়ের তালুতে পেটাতেন। পেটানোর পর তাঁর কাছে মামলায় উল্লেখিত স্বর্ণ এবং টাকা দাবী করতেন।

১৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ আদালত শুনানি শেষে আঁখি, বারেক এবং মিরাজুলকে খালাস দেন। ৪ অক্টোম্বর ২০১১ তিনি আদালত থেকে জামিনে ছাড়া পান।

মোকসেদ সিকদার অধিকারকে আরো জানান, মাহবুবুর রহমানের ৪/০৯/২০১১ তারিখে দায়ের করা ২ নম্বর মামলাটি আদালতে শুনানি হয়। শুনানি শেষে তাদের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় ১ মার্চ ২০১২ আদালত তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রীকে বেকসুর খালাস দেয়।

মোফাজ্জল ঘরামী (২৩), আঁখি ও বারেকের মামা ও ঘটনার বর্ণনাকারী

মোফাজ্জল ঘরামী অধিকারকে জানান, তাঁর বোন রেনু ঘরামী আঁখি ও বারেককে রেখে ফেব্রুয়ারি ২০১১ তে মারা যান। আঁখি ও বারেকের পিতা বাবুল হাওলাদার তাঁর দুই সন্তান দাদা আঃ জব্বর হাওলাদারের কাছে রেখে কাজের উদ্দেশ্যে ঢাকায় যান। সন্তান দুটি খাদ্যের অভাবে কষ্ট করায় আঁখির ফুফু সাজেদা বেগম তাদের দুইজনকে ঢাকায় আনেন। বারেককে কুড়ারঘাট এলাকায় এম্ব্রয়ডারির কাজ দেন। আর আঁখিকে ১৬ নম্বর নবাবগঞ্জ রোডের মাহবুবুর রহমানের বাসায় গৃহকর্মীর কাজ দেন। তিনি লোক মুখে জানতে পারেন আখিঁ, বারেক, মিরাজুল কে লালবাগ থানার পুলিশ সদস্যরা ধরে নিয়ে গেছে। ৭ সেপ্টেম্বর ২০১১ বিকাল ৫.০০টার দিকে লালবাগ থানায় যান এবং থানা হাজতে তিনি তিন জনকে দেখতে পান। তিনি এসআই জাফর ইকবালের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এসআই জাফর ইকবাল তাঁকে জানান, ওদের তিন জনকে আদালতে চালান দিবেন। তখন আঁখি তাঁকে বলেন, পুলিশ সদস্যরা নিয়মিতই তাদের তিনজনকে মারপিট করেছে। রাতে স্বর্ণ চুরি করার কথা বলে তাদের ৩ জনকেই হাতে ও পায়ের তালুতে লাঠি দিয়ে পিটিয়েছে এবং আদালতে গিয়ে চুরির কথা স্বীকার করতে বলেছে। চুরির কথা স্বীকার না করায় প্লাস দিয়ে হাতের নখগুলোতে চাপ দিয়েছে। যার ফলে বারেকের বাম হাতের তালু ফুলে গেছে। বাম হাত দিয়ে কিছু ধরার মত অ্যবস্থা তার আর নেই। তিনি তখন ওসি আজিজুল হকের কাছে যান এবং আঁখি, বারেক ও মিরাজুলকে ছাড়িয়ে নিতে চান। কিন্তু ওসি আজিজুল হক তাঁকেও চুরির সঙ্গে অভিযুক্ত হিসেবে অ্যাখা দেন এবং তিন শিশুর ব্যাপারে সুপারিশ করতে নিষেধ করেন। তিনি অনেক চেষ্টা করেও তাদের ছাড়িয়ে আনতে পারেননি। ৪ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ সেপ্টেম্বর ২০১১ মোট ৬ দিন থানা হাজতে আটকে রেখে এভাবেই পুলিশ তাদের নির্যাতন করে। পরে আদালত তিনজনকে কিশোর ও কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে পাঠানোর পরে তিনি গাজীপুরের টঙ্গীতে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে গিয়ে বারেক ও মিরাজুলের সঙ্গে দেখা করেন।

তিনি অধিকার এর প্রতিবেদককে জানান, পুলিশের নির্যাতনের কারণে দুই জনেরই হাত, পা, মুখ ফুলে গেছে। মুখ ফুলে যাওয়ার কারণে তারা ঠিকমত খাবার খেতে পারছে না। তাদের প্রতি যে নির্যাতন করা হয়েছে তার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, প্লাস দিয়ে তাদের নখে চাপ দিয়ে জখম করা হয়েছে। ১ ঘন্টা পর পর তাদের টেবিলের নিচে মাথা দিয়ে কোমরে, হাতের পায়ের তালুতে পেটানো হয়।

নোটঃ

অধিকারের প্রতিবেদক মামলার বাদী মাহবুবুর রহমান এবং জেসমিন বেগম এর সঙ্গে কথা বলতে চাইলে মাহবুবুর রহমান এ ব্যাপারে কথা বলতে অপারগতা দেখিয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আত্মীয় মোঃ মমিন আলীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন।

মোঃ মমিন আলী, (বাদীর আত্মীয়) ১৬ নম্বর নবাবগঞ্জ রোড, লালবাগ, ঢাকা

মোঃ মমিন আলী অধিকারকে জানান, ৩ সেপ্টেম্বর ২০১১ সন্ধ্যা ৬.০০টার দিকে তাঁর বোন জেসমিন বেগম এবং বোনের স্বামী মোঃ মাহবুবুর রহমান বাসায় মেয়ে নিতু আক্তার, কাজের মেয়ে পাখি আক্তার এবং গৃহকর্মী এমারন খাতুনকে রেখে তাঁরা আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে যান। বাইরে থেকে জেসমিন বার বার মোবাইল ফোনে ও টেলিফোনে নিতুর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। কিন্তু নিতুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারায় রাত ৮.৩০টার দিকে বাসায় ফেরেন। জেসমিন বেগম বাসায় এসে দেখেন যে, ঘরের দরজা খোলা এবং সিন্দুকের তালা ভাংগা। সঙ্গে সঙ্গে জেসমিন মমিন আলীকে ফোন করলে তিনি বাসায় আসেন। তিনি দেখতে পান, নিতু আক্তার অচেতন অবস্থায় মেঝেতে পড়ে আছে, এবং গৃহকর্মী এমারন খাতুন বাসায় নেই। এছাড়া সিন্দুকে থাকা ৮০ ভরি স্বর্ণ এবং ৩০ হাজার টাকা খোয়া গেছে। তিনি তখন পাখি আক্তারকে বলেন, কারা স্বর্ণ ও টাকা নিয়ে গেছে। পাখি তাঁকে জানান, নিতু আক্তার সরবত খেয়ে ঘুমায় এবং সেও ঘুমিয়েছিল। তিনি নিতুকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান এবং সারারাত বিভিন্নভাবে পাখির কাছে বিষয়টি জানতে চান। কিন্তু পাখি আর মুখ খোলেনি। তিনি ৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ রাত ১০.৩০টার দিকে জেসমিন এবং বোনের স্বামী মাহবুবুর রহমানকে নিয়ে লালবাগ থানায় যান। মাহবুবুর রহমানকে বাদী করে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর ২; তারিখঃ ০৪/০৯/২০১১। ধারা-৩২৮/৩৮০ দ-বিধি। তিনি বলেন, ৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ রাতেই এসআই জাফর ইকবাল বাড়ী থেকে পাখিকে থানায় নিয়ে যায়। পাখির কথামত পুলিশ সদস্যরা কামরাঙ্গীর চর এলাকা থেকে পাখির ভাই বারেক, মিরাজুল, ফুফু সাজেদা, ফুফা মোকসেদ সিকদারকে গেপ্তার করে থানা হাজতে রাখে। কিন্তু পুলিশ সদস্যরা খোয়া যাওয়া মালামাল উদ্ধার করতে পারেনি বলে তিনি জানান।

এসআই জাফর ইকবাল, লালবাগ থানা, ঢাকা মহানগর পুলিশ, ঢাকা

এসআই জাফর ইকবাল অধিকারকে বলেন, যে বাড়ীতে পাখি কাজ করতো, সেই বাড়ীর মালিক মাহবুবুর রহমানের বাড়ীতেই ৪ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর ২০১১ মোট ৬ দিন তিন শিশুকে আটকে রেখে ছিলেন। সেখানেই তিন শিশুকে রেখে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। ৯ সেপ্টেম্বর ২০১১ তিন শিশুকে গ্রেপ্তার করে ১০ সেপ্টেম্বর ২০১১ আদালতে চালান দিয়েছিলেন।

মোঃ আজিজুল হক, অফিসার ইনচার্জ, লালবাগ থানা, ঢাকা মহানগর পুলিশ, ঢাকা

মোঃ আজিজুল হক অধিকারকে বলেন, ১৬ নম্বর নবাবগঞ্জের বাসিন্দা মাহবুবুর রহমান বাদী হয়ে লালবাগ থানায় একটি চুরির মামলা দায়ের করেন। বাদী তাঁকে বলেন, ৩ সেপ্টেম্বর ২০১১ তাঁর কাজের মেয়ে পাখি আক্তারের সহযোগিতায় তাঁর বাসায় একদল চোর ঢোকে। চোরের দলটি ৮০ ভরি স্বর্ণ ও নগদ টাকা চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যায়। এসআই জাফর ইকবালকে মামলাটি তদন্ত করার জন্য তিনি দায়িত্ব দেন । এসআই জাফর ইকবাল আসামীদের গ্রেপ্তার করে এবং নিয়ম অনুযায়ী ২৪ ঘন্টার মধ্যেই আদালতে চালান করে। ৬ দিন তিন শিশুকে থানা হাজতে আটক রেখে নির্যাতন করা হয়েছে এমন সংবাদ পত্রিকায় ছাপা হলে ১২ সেপ্টেম্বর ২০১১ বিচারক হাসান ফয়েজ

সিদ্দিকী ও বিচারক আনোয়ারুল হকের অবকাশ কালীন হাইকোর্ট বেঞ্চ সুয়োমটো রুল জারি করেন। তিনি তখন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই জাফর ইকবালকে পরিবর্তন করে এসআই শাহিন ফকিরকে তদন্তের দায়িত্ব দেন। তিনি বলেন, তিন শিশুকে নির্যাতন করা হয়নি। এছাড়া যথাসময়ের মধ্যেই হাইকোর্ট বেঞ্চে জারি কৃত সুয়োমটো রুলের জবাব দিয়েছেন।

এসআই শাহিন ফকির, লালবাগ থানা, ঢাকা মহানগর পুলিশ, ঢাকা

এসআই শাহিন ফকির এর কাছে মামলার তদন্ত সর্ম্পকে জানতে চাইলে অধিকারের সঙ্গে কথা বলতে তিনি রাজি হননি।

অধিকারের বক্তব্যঃ

বাদী মোহাম্মদ মাহাবুবুর রহমানের মেয়ের জামাই ও অপর গৃহপরিচারিকার বিষয়ে তথ্য দিতে বাদীর আত্মীয় ও পুলিশ অস্বীকৃতি জানায়। খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানের নিশ্চয়তা রাষ্ট্র তো দেয়ইনি উপরন্তু তিন শিশু সহ এক নারী ও পুরুষ রাষ্ট্রের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন যাদের আদালত নিরপরাধ হিসাবে খালাস দিলেও নির্যাতিতরা তাদের প্রতি নির্যাতনের ব্যাপারে কোন প্রতিকার পাননি।

অধিকার এ বিষয়ে যথার্থ অনুসন্ধান ও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য সরকারের কাছে জোর দাবী জানাচ্ছে।

-সমাপ্ত-